সংবাদ

তারিখ 15 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব

# ৯৫ ভাগ বই উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ শেষ

## কেন্দ্রীয় উৎসব আজিমপুর সরকারি স্কুলে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস-২০১৭' পালন করা হবে। আগামী ১ জানুয়ারি রোববার উৎসবের মাধ্যমে দেশের সব শিক্ষার্থীর হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়া হবে। গতকাল পর্যন্ত মোট ৩৬ কোটি ২২ লাখ কপি বইয়ের প্রায় ৯৫ ভাগই সারাদেশের স্কুল পর্যায়ে বিতরণ কাজ শেষ। পাঠ্যপুস্তক কার্যক্রম শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ নিজেই নিয়মিত তদারকি করছেন।

শিক্ষামন্ত্রী ১ জানুয়ারি কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় আজিমপুর গভর্নমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ উৎসব পালিত হবে।

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল সংবাদকে জানান, পাঠ্যবই মুদ্রণ, বাঁধাই ও স্কুল পর্যায়ে বিতরণের যাবতীয় কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে। এখন চলছে উৎসব পালনের প্রস্তুতি। উৎসবের মাধ্যমে ১ জানুয়ারি সারাদেশের মোট চার কোটি ২৬ লাখ ৩৫ হাজার ৯২৯ জন ছাত্রছাত্রী বিনামূল্যে পাবে নতুন বই। এবারের বই হবে আরও আকর্ষণীয় ও চকচকে। বই মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের যাবতীয় কার্যক্রম বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে পাঠ্যপুস্তক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

## পাঠ্যপুস্তক : উৎসব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তবে বই নিয়ে কেউ অনিয়ম করলে এবং নকল করে কালোবাজারে বিক্রি করলে কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না।

এবছর শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৮৫টি বই বিতরণ করা হবে। এবার ৫টি ভাষায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর (মারমা, চাকমা, গারো, শার্দ্রে ও ককবরক) শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাপানো হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য এবার ব্রেইল পদ্ধতিতেও বই ছাপা হয়েছে। 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস-২০১৭' যথাযথভাবে পালনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি কার্যক্রম শুরু করেছে বলে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সদস্য প্রফেসর মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিক গতকাল সংবাদকে জানান, ইতোমধ্যে প্রায় ৯৫ ভাগের বেশি বই উপজেলা ও স্কুল পর্যায়ে বিতরণ কাজ শেষ হয়েছে। বাকি বই 'বাফার স্টক' (মোট বইয়ের অতিরিক্ত ৫ শতাংশ) এবং শিক্ষক নির্দেশিকা (টিচার্স গাইড) মুদ্রণ, বাঁধাই ও বিতরণ কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এগুলোর কার্যক্রম আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন হবে।